চীনের যৌনবাজারে ভোগ্যপণ্য নেপাল ও পাকিস্তানের মেয়েরা

চীনের যৌনবাজারে ভোগ্যপণ্য হিসেবে বেড়েই চলেছে নেপাল ও পাকিস্তানের মেয়েরা। প্রায় প্রতিনিয়ত অভিনব কৌশলে চীনের যৌনবাজারে পাচার হচ্ছে নেপাল ও পাকিস্তানের মেয়েদের।

সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, নেপালের গরিব ঘরের নারীদের চাকরির প্রতিশ্রুতি বা বিয়ে করে চীনে যৌনদাসী হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। লোভনীয় চাকরি, দুর্দান্ত সুবিধা এবং একটি লাল পাসপোর্ট করিয়ে দেওয়ার সুবিধার কথা বলে নারী পাচার করা হচ্ছে চীনে। লাল পাসপোর্ট করতে পারলে চাইনিজকেও বিয়ে করেত পারবে বলে জানানো হচ্ছে। এর ফলে সামান্য আয়ের কৃষক বা শ্রমিকরা তাদের মেয়েদের চীনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বা দালাল চক্রের হাতে তুলে দিচ্ছেন। পরে ওই দালালরা চীনে নিয়ে গিয়ে যৌনদাসী হিসেবে যৌন পল্লীগুলোতে বিক্রি করে দিচ্ছে।

এই ঘটনা শিকার হন লামজুংয়ের বাসিন্দা ২২ বছর বয়সী এক নেপালি নারী। তিনি জানান, গরিব ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি। তার বাবা একজন কৃষক। তার বাবার অল্প আয়ে সংসার চলছিল না। তারপর তিনি একই এলাকার ভারত নামের এক দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে ওই দালাল তাকে চীনে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। প্রথমে তিনি রাজি হননি। কিন্তু পরিবারের কথা চিন্তা করে রাজি হন। তিনি বলেন, ভারত আমাকে জানায় যে চীনের এক নাগরিকের সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবে। পরে আমি রাজি হয়ে যাই।

ওই নেপালি নারী জানান, পরে চীনের ওই নাগরিকের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করা হয়। তারপর বিয়ের সব কাগজপত্র তৈরি করা হয়। তিনি চীনের নাগরিকের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। কিন্তু বিয়েতে রাজি হয়ে যান। সব কাগজপত্র তৈরি করে চীনের যাওয়ার জন্য আগস্টের ২৮ তারিখের একটি টিকেট দেওয়া হয়। সব ঠিক থাকলেও হঠাৎ করেই তিনি মত পরিবর্তন করেন। অল্পের জন্য রক্ষা পান পাচারের হাত থেকে।

নেপাল পুলিশের অ্যান্টি-হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ব্যুরোর তথ্য মতে, ওই নারী পাচারকারীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু মানব পাচারকারীদের তৈরি করা বিয়ের জালে ধরা পরে পাচারের শিকার হচ্ছেন